পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব।

দ্বাদশ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

"যদি বিনা ব্যাঘাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে
মহাভারত গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করুন।" ঋষিবাক্য।

সারস্বতাশ্রম।

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৫।

মহাভারতীয় সৌপ্তিক পর্ব্বের সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
অশ্বত্থামার মন্ত্রণা	১	১	১
অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য সংবাদ	৩	২	১০
অশ্বত্থামার যুদ্ধার্থ গমন	৭	১	২৮
অশ্বত্থামার চিন্তা	৮	২	২৯
অশ্বত্থামার শিবার্চ্চনা	১০	১	২৭
রাত্রি যুদ্ধ ও পাঞ্চালাদি বিনাশ	১২	২	১৫
দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগ	১৮	২	১০
যুধিষ্ঠিরের শিবির দর্শন	২১	১	৯
অশ্বত্থামার বিনাশার্থ ভীমসেনের গমন	২২	১	৩০
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সংবাদ	২৩	২	১৫
অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরাস্ত্র পরিত্যাগ	২৫	১	১৫
অর্জ্জুনের অস্ত্র পরিত্যাগ	২৫	২	৩১
উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মশিরাস্ত্রের প্রবেশ	২৬	১	২৯
দ্রৌপদী সান্ত্বনা	২৭	২	২৩
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সংবাদ	২৯	১	৩৩
যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন সংবাদ	৩০	২	১১

সৌপ্তিক পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী স্বরতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য সায়ংকালে শোকসন্তপ্ত চিত্তে রণস্থল হইতে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইয়া শিবিরের অনতি দূরে গমন ও বাহন সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিত মনে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করত ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের বলবীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই জিগীষাপরবশ পাণ্ডবদিগের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে অনুসরণ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সমস্ত মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশা দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন; এক্ষণে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ভীম অধুত নাগ তুল্য বলশালী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিয়া অতি আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হায়! আমার আত্মজ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও সকলের অবধ্য ছিল, কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহারে নিপাতিত করিল। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মনুষ্য কোন ক্রমেই অদৃষ্ট অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হা! আমার হৃদয় পাষাণের ন্যায় নিতান্ত কঠিন; শত পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। আমার মহিষী গান্ধারী স্থবিরা এবং আমিও নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে জানি না, আমাদিগের ভাগ্যে কি রূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে। আমি কিছুতেই পাণ্ডবদিগের রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিব না। আমি স্বয়ং রাজা ও রাজার পিতা; আমি সমুদায় পৃথিবী ভোগ ও ভূপতিগণকে শাসন করিয়াছি; এক্ষণে কি রূপে আমার শত পুত্রঘাতী ভীমের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দাসের ন্যায় বাস করিব। মহামতি বিদুর আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু সে তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করে নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার বাক্য উল্লঙ্ঘনের ফল পরিণত হইল। এক্ষণে আমি কোন ক্রমেই ভীমের কঠোর বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না। হে সঞ্জয়! এক্ষণে দুরা-

আ ভীম অধর্ম্মযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণতনয়প্রমুখ বীরত্রয় অনতিদূরে গমন করিয়া এক দ্রুমরাজিবিরাজিত লতাজাল-সমাচ্ছন্ন ভীষণ অরণ্য নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক অশ্বগণকে জল পান করাইয়া সেই বহুবিধ মৃগ, পক্ষী ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ, ফল-পুষ্পোপশোভিত, নীলোৎপল সমলঙ্কৃত সলিল সম্পন্ন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক সহস্র শাখাসঙ্কুল বটবৃক্ষ তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। বীরত্রয় তদ্দর্শনে সেই বৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত ও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণের বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক আচমন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমুপস্থিত হইল। নভোমণ্ডল গ্রহনক্ষত্রকুলে সমলঙ্কৃত হইয়া বিচিত্র বসনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রজনীচরগণ স্বেচ্ছানুসারে গতায়াত ও কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। দিবাচরেরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল এবং ক্রব্যাদগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য সেই বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া দুঃখিত ও শোকাকুলিত চিত্তে কুরুপাণ্ডবের ক্ষয় বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অচিরাৎ নিদ্রাবেশ হওয়াতে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন। দুঃখভোগে অনভ্যস্ত কৃপ ও কৃতবর্ম্মা অনাথের ন্যায় সেই ধরাতলে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মহাবীর দ্রোণতনয় পাণ্ডবদিগের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও নিদ্রিত হইলেন না। তিনি জাগরিতাবস্থায় থাকিয়া বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উহার মধ্যে একটী সুদীর্ঘ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষের শাখায় অসংখ্য বায়স স্ব স্ব আবাস স্থানে শয়ন করিয়া সুখে যামিনী যাপন করিতেছিল। ঐ সময় এক গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ মহাকায় উলূক তথায় আগমন করিল। উহার মুখ ও নখর সুদীর্ঘ। পেচক ধীরে ধীরে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া কাকদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক, কাহারও কাহারও পক্ষচ্ছেদ, কাহারও কাহারও মস্তক ছেদন এবং কাহারও কাহারও পদ ভঙ্গ করিয়া তত্রত্য বায়সকুল নিঃশেষিত প্রায় করিল। কাককুলের কলেবরে ঐ বৃক্ষতল একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়সান্তক উলূক এই রূপে বৈর নির্য্যাতন করিয়া মহা আহ্লাদিত হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা উলূককে এই রূপে রজনীযোগে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া সেই রূপে বৈর নির্য্যাতন করিবার মানসে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই পেচক আমারে শত্রু বিনাশ করিবার উপদেশ প্রদান করিল। এক্ষণে অরাতিবিনাশের উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমি দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবদিগের বিনাশ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু উহারা বিজয়ী, বলবান্ এবং অস্ত্র শস্ত্র ও উৎসাহ শক্তি সম্পন্ন, সুতরাং সম্মুখ সংগ্রামে কখনই উহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিলে বোধ হয় প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ছদ্মভাব অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি ও শত্রুক্ষয় করিতে পারিব। পণ্ডিত

ব্যক্তিরা সন্দিগ্ধ বিষয় অপেক্ষা অসন্দিগ্ধ বিষয়েই হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিলে লোকনিন্দিত অতি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিশেষত নীচাশয় পাণ্ডবগণ পদে পদে শঠতা পরিপূর্ণ অতি কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তত্ত্বদর্শী ধার্ম্মিকগণও কহিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, শস্ত্র বিদীর্ণ, নায়কহীন, অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে নিদ্রিত এবং আহার, প্রস্থান বা প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণতনয় এই রূপ চিন্তা করিয়া সেই রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মাতুল কৃপাচার্য্য ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মারে জাগরিত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অশ্বত্থামার মন্ত্রণা শ্রবণে লজ্জিত হইয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহাবীর দ্রোণপুত্র মহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, মাতুল! যাহার জন্য আমরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নীচাশয় ভীমসেন সেই মহাবল পরাক্রান্ত একাদশ চমূপতি অদ্বিতীয় বীর কুরুরাজকে নিহত করিয়া তাঁহার মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক অতি নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ঐ শুনুন, পাঞ্চালগণ সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনিঃস্বন করিয়া মহা আহ্লাদে হাস্য পরিহাস করিতেছে। শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত তুমুল বাদ্যশব্দ পবনপরিচালিত হইয়া দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে অশ্বগণের হ্রেষারব, গজযূথের বৃংহিতধ্বনি, শূরগণের সিংহনাদ, রথ সমুদায়ের লোমহর্ষণ চক্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! পাণ্ডবগণ কৌরব পক্ষীয় শত মাতঙ্গতুল্য বলশালী সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ বীরগণকেও বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে সমুদায় কৌরব সৈন্যই উহাদের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে; কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট রহিয়াছি। এক্ষণে যদি মোহ বশত আপনাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে বীর! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা দৈব ও পুরুষকারসাধ্য কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া আছে। দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা আর কিছুই বলবান্ নাই। একমাত্র দৈব বা একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ঐ উভয়ের একত্র সমাবেশ না হইলে সিদ্ধিলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। কি উৎকৃষ্ট, কি অপকৃষ্ট, সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার সাপেক্ষ। পর্জ্জন্য পর্ব্বতোপরি সলিল বর্ষণ করিয়া কোন ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না; কিন্তু কৃষ্ট ক্ষেত্রে বারি বর্ষণ করিলে প্রচুর ফল উৎপন্ন করিতে পারে। দৈবহীন পুরুষকার আর পুরুষকারশূন্য দৈব উভয়ই নিতান্ত নিষ্ফল। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই আনুকূল্য থাকিলে মনুষ্যের অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ক্ষেত্র বারিধারা সংসিক্ত ও সম্যক্ কর্ষিত হইলে তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে দৈব পুরুষকারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই ফল প্রদান করে, কিন্তু বিবেচক লোকেরা দৈববল অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষকারেই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মনুষ্যের সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। পুরুষকার সহকারে

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা দৈব বলযোগে সুসিদ্ধ হয় এবং সেই দৈব বল প্রভাবেই কর্ম্মকর্ত্তা ফল লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য দৈব বলশূন্য পুরুষকার প্রকাশ করিলে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয়। আর অলস ও নির্ব্বোধেরা পুরুষকারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না। কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইলে নিশ্চয়ই অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাহার ফল ভোগ করে আর যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফল ভোগে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই উভয়বিধ ব্যক্তিকেই নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অক্লেশে কালাতিপাত করিতে পারে, কিন্তু অলস কিছুতেই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। এই জীবলোকে সুনিপুণ ব্যক্তিরা প্রায়ই হিতৈষী হইয়া থাকে। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল ভোগে সমর্থ হউক বা না হউক, কিছুতেই নিন্দনীয় হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া ফল লাভ করে, সে নিতান্ত নিন্দনীয় ও সকলেরই বিদ্বেষভাজন। এই নিমিত্তই বুদ্ধিমান্ লোকেরা কহিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষকারকে অনাদর করে, সে আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

দৈব ও পুরুষকার ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যদি পুরুষকার সম্পন্ন ব্যক্তি দৈববল অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কার্য্য অবশ্যই সফল হয়। সকলেরই বৃদ্ধ লোকদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ ও উপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভ্যুদয় কালে সর্ব্বদা বৃদ্ধদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। বৃদ্ধেরা অলব্ধ বস্তু লাভ ও কার্য্য সিদ্ধির মূল কারণ। যে ব্যক্তি বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করে, সে অচিরাৎ ফল লাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ভয় ও লোভপরতন্ত্র হইয়া কাহারও সহিত মন্ত্রণা না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, সে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হয়। দেখ, অদূরদর্শী লুব্ধপ্রকৃতি দুর্য্যোধন হিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অনাদর প্রদর্শন ও অসাধু লোকের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিত হইয়াও গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সেই নিমিত্তই এক্ষণে পরিতাপিত হইতেছে। আমরা সেই পাপাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া আমাদিগের এই রূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি ঐ দুরাত্মার নিমিত্তই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে দুঃখপ্রভাবে আমার বুদ্ধি নিতান্ত আকুল হওয়াতে আমি কোন ক্রমেই সৎ বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছি না। মনুষ্য মোহান্ধ হইলে সুহৃদ্ ব্যক্তিকে সৎ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। তৎকালে সেই সুহৃদই তাহার বুদ্ধি, বিনয় ও শ্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ; সুতরাং তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব চল, আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের নিকট গমন পূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা হিতকর বলিয়া অবধারণ করিবেন, আমরা তাহাই করিব। কার্য্য আরম্ভ না করিলে কদাচ ফল লাভ হয় না; কিন্তু পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেও যদি তাহা নিষ্ফল হয়, তবে দৈবকেই তাহার প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে শোকানলে দগ্ধ হইয়া ক্রূরভাবে তাঁহারে ও কৃতবর্ম্মারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয়! ব্যক্তিমাত্রেরই বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক্ পৃথক্। সকলেই অন্য অপেক্ষা আপনারে সমধিক বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিয়া নিরন্তর আত্মবুদ্ধির প্রশংসা ও পরবুদ্ধির নিন্দা করে। এক এক বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধির ঐক্য হয়, অন্য অন্য বিষয়ে তাহাদিগেরই বুদ্ধি পরস্পর নিতান্ত বিপরীত হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের চিত্তবৈচিত্র্যই বুদ্ধি বৈচিত্র্যের কারণ। সুবিজ্ঞ বৈদ্য যেমন ব্যাধি নির্ণয় করিয়া রোগ শান্তির নিমিত্ত বুদ্ধি প্রভাবে যথাবিধি ঔষধ নির্ণয় করেন, তদ্রূপ অন্যান্য মানবগণও স্বীয় স্বীয় কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত যথোপযুক্ত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির বুদ্ধিও সকল সময়ে সমান থাকে না। দেখ, মনুষ্য যৌবন কালে যে বুদ্ধি প্রভাবে বিমোহিত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার আর সে বুদ্ধি থাকে না এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয়, বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে সে বুদ্ধি একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। হে ভোজরাজ! বিষম দুঃখ বা অধিক সম্পদের সময় মনুষ্যের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই আপনার বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য নিশ্চয় করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধিকেই কার্য্যের উদ্যোগকারিণী বলিতে হইবে। লোকে মারণাদি কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াই প্রীত মনে সেই সকল নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ফলত সকল লোকেই স্ব স্ব বুদ্ধি প্রভাবে বিবিধ কার্য্য নির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে।

আজি বিষম দুঃখপ্রভাবে আমার যে রূপ বুদ্ধি উপস্থিত, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি স্থির করিয়াছি যে, ঐ রূপ কার্য্য করিলেই আমার শোক বিনষ্ট হইবে। দেখ, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিযোজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণে বেদ, ক্ষত্রিয়ে তেজ, বৈশ্যে দক্ষতা ও শূদ্রে সর্ব্ব বর্ণের অনুকূলতা প্রদান করিয়াছেন। অতএব অদান্ত ব্রাহ্মণ, নিস্তেজ ক্ষত্রিয়, অদক্ষ বৈশ্য ও প্রতিকূলাচারী শূদ্র সকলের নিকটই অসাধু ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আমি সুপূজিত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইয়াছে। যদি আমি ক্ষত্রধর্ম্ম অবগত হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক শান্ত ভাব অবলম্বন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারে নিন্দনীয় হইতে হইবে। আমি দিব্যাস্ত্র ও দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং পিতৃবধের প্রতিকার না করিলে জনসমাজে কি রূপে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইবে। অতএব আজি আমি নিশ্চয়ই ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পিতা ও রাজা দুর্য্যোধনের পদবীতে পদার্পণ করিব। আজি ব্যায়াম-পরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ জয় লাভে প্রফুল্ল হইয়া কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইলে আমি রাত্রিযোগে শিবিরাভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক দেবরাজ যেমন দানবদল দমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিব। আজি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ অনলদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। আজি আমি পশুসূদন পিনাকপাণি রুদ্রের ন্যায় পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া

তাহাদের ও পাণ্ডবগণের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিব। আজি আমি পাঞ্চালগণের শরীরে ভূমণ্ডল পরিবৃত করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিব। আজি পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও আমার পিতার পথে পদার্পণ করিবেন। আজি আমি পশুহন্তা শিবের ন্যায় রজনী-যোগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া নিশিত খড়্গাঘাতে পাঞ্চালরাজ ও পাণ্ডবগণের নিদ্রিত সন্তান সন্ততির ও তৎপক্ষীয় সৈন্য সমুদায়ের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও সুখী হইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, বৎস! আজি ভাগ্যক্রমে তোমার বৈরনির্যাতনে বুদ্ধি হইয়াছে। স্বয়ং পুরন্দরও তোমার নিবারণে সমর্থ নহেন। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই রাত্রি বিশ্রাম কর, কল্য প্রভাতে যুদ্ধযাত্রা করিবে। আমিও কৃতবর্ম্মার সমভিব্যাহারে বর্ম্ম ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব। তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পাঞ্চালগণ ও তাহাদের অনুচরগণের বধ সাধনে সমর্থ হইবে। তোমার বহু দিন ক্রমাগত জাগরণ হইতেছে; অতএব আজি রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব কর; তাহা হইলে বিশ্রান্ত ও স্থিরচিত্ত হইয়া নিঃসন্দেহই অরাতিগণকে বিনাশ করিতে পারিবে। আমি তোমার সমভিব্যাহারে থাকিলে এবং কৃতবর্ম্মা তোমারে রক্ষা করিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমার ও আমার নিকট অনেক দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে, আর মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও রণপণ্ডিত; অতএব আজি আমরা নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শ্রমহীন হইলে কল্য প্রাতঃকালে একত্র সমবেত হইয়া সমস্ত শত্রু সংহার পূর্ব্বক যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইব। হে দ্রোণতনয়! আজি তুমি নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হইয়া যামিনী যাপন কর। কল্য প্রভাতে অরাতিগণের শিবিরমধ্যে প্রবেশ ও স্বীয় নামোচ্চারণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সমস্ত মহাসুরঘাতী সুররাজের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহাত্মা বিষ্ণু যেমন দৈত্যসেনা পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। কি আমি ও কৃতবর্ম্মা, আমরা পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কখনই সমর হইতে নিবৃত্ত হইব না। হয় আমরা পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিব, না হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। ফলত আমি সত্য কহিতেছি, কাল প্রভাতে কৃতবর্ম্মার সহিত সর্ব্বপ্রকারে তোমার সহায়তা করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এই রূপ হিত কথা কহিলে মহাবীর অশ্বত্থামা রোষারুণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মাতুল! আতুর, অমর্ষিত, চিন্তাব্যাপৃত ও কামুক ব্যক্তিরা কখনই নিদ্রাসুখ অনুভবে সমর্থ হয় না। আজি অমর্ষ প্রভাবে আমার নিদ্রা বিচ্ছেদ হইয়াছে। দেখুন, ইহলোকে পিতৃবধ স্মরণ অপেক্ষা আর কি অধিক কষ্টকর হইতে পারে! পিতৃবধ স্মরণেই অহোরাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কিছুতেই তাহার শান্তি হইতেছে না। পাপাত্মারা যে রূপে আমার পিতারে নিহত করিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তাদৃশ পিতৃবধ বৃত্তান্ত শ্রবণে মাদৃশ কোন ব্যক্তি মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? এক্ষণে সমরাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ না করিয়া কোন ক্রমেই আমার জীবন ধারণে

বাসনা হইতেছে না। ঐ দুরাত্মা আমার পিতারে বিনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহারে এবং তাহার সমভিব্যাহারী দিগকে বিনাশ করিব; আর রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া আমার সমক্ষে যে রূপ বিলাপ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন্ পাষাণহৃদয়ের হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কোন্ নির্দ্দয় ব্যক্তি বাষ্পবেগ সম্বরণ করিতে পারে? আমি বিদ্যমান থাকিতে মিত্রপক্ষের এরূপ পরাজয় হওয়াতে আমার শোকসাগর সমুচ্ছলিত হইতেছে। আমি পাঞ্চালগণের বিনাশ সাধনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; অতএব আজি নিদ্রা বা সুখানুভবের সম্ভাবনা কি? আমার বোধ হয়, বাসুদেব ও অর্জ্জুন পাণ্ডবপক্ষীয়দিগকে রক্ষা করিলে ইন্দ্রও যে তাহাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হন না, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তথাপি কোন রূপেই ক্রোধবেগ সম্বরণে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আমারে এই ক্রোধ হইতে মুক্ত করে, এরূপ কোন লোকও নেত্রগোচর হইতেছে না; সুতরাং আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়। দূতমুখে মিত্রপক্ষের পরাভব ও পাণ্ডবগণের জয়লাভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি আমার হৃদয় ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছে; অতএব আজি রাত্রিতেই নিদ্রিত শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক সুস্থচিত্ত হইয়া বিশ্রাম ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সতত শুশ্রূষা পরতন্ত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও সুচারু রূপে ধর্ম্মার্থ জ্ঞাপন অবগত হইতে পারে না। আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বিনয় শিক্ষা না করিলে ধর্ম্মার্থ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়। দর্ব্বী যেমন নিয়ত সূপে নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ জড় ব্যক্তি সর্ব্বদা পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না; কিন্তু জিহ্বা যেমন স্পর্শমাত্রেই সূপরসের আস্বাদগ্রহ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি অল্পক্ষণ পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াই ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন। গুরুশুশ্রূষাতৎপর বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা অচিরাৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হন, তাঁহারা কদাচ সর্ব্বসম্মত বিষয় লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন না। দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা লোক সজ্জনের কল্যাণকর উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হয়। সুহৃদ্গণ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে যাহারা তাঁহাদের বাক্যানুসারে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা সম্পদভাজন হইতে পারে; আর যাহারা সুহৃদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপ কার্য্যে বিরত না হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট হয়। লোকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিরে যেমন বিবিধ বাক্য দ্বারা শান্ত করে, তদ্রূপ বন্ধুগণ বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আত্মীয়কে পাপকার্য্যে পরাঙ্মুখ করেন। যাহারা সুহৃদ্ বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপপরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগকে অবশ্যই অবসন্ন হইতে হয়। প্রাজ্ঞ লোকেরা বিজ্ঞ সুহৃদ্কে পাপনিরত দেখিলে যথাশক্তি বারংবার উপদেশ প্রদান করেন। অতএব হে দ্রোণতনয়! তুমি কল্যাণকর বিষয়ে মনোনিবেশ, ও আত্মদমন করিয়া আমার বাক্য রক্ষা কর, নচেৎ নিশ্চয়ই তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে। প্রসুপ্ত, ন্যস্তশস্ত্র, রথহীন, বাহন বিহীন, শরণাগত ও মুক্তকেশ ব্যক্তিদিগকে বধ করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পাঞ্চালগণ আজি কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিচেতন হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইবে। যে পামর সেই অবস্থায় তাহাদিগের বিদ্রোহাচরণ করিবে, তাহারে অগাধ নরকে

মগ্ন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ইহলোকে অস্ত্রবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। অনুমাত্র পাপও তোমারে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতএব কল্য সূর্য্যোদয় হইলে প্রকাশ্য যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিও। তুমি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উহা শুক্ল বস্ত্রে শোণিতপাতের ন্যায় নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে।

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, মাতুল! আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ বটে; কিন্তু পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মের সেতু শতধা বিদলিত হইয়াছে। দেখুন, আমার পিতা অস্ত্র ত্যাগ করিলে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূপতিগণের ও আপনাদিগের সমক্ষেই তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। মহাবীর কর্ণের রথচক্র ভূতলে পোথিত হইলে অর্জ্জুন সেই বিপদ্‌কালে সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে এবং শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া ন্যস্তশস্ত্র নিরায়ুধ ভীষ্মদেবের বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। সাত্যকি প্রায়োপবিষ্ট মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবারে এবং ভীমসেন অন্যায় গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়াছে। আজি দূতমুখে ভগ্নোরু রাজা দুর্য্যোধনের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মাতুল! পাপাত্মা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এই রূপে বারংবার ধর্ম্মসেতু ভগ্ন করিয়াছে; আপনি কি নিমিত্ত সেই পামরদিগের নিন্দা করেন না। আমি এই রজনীতে পিতৃহন্তাদিগকে সুপ্তাবস্থায় নিপাতিত করিব, ইহাতে যদি আমার কীট অথবা পতঙ্গ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়। এক্ষণে আমি অভীষ্ট সাধনে নিতান্ত তৎপর হইয়াছি। এক্ষণে আমার নিদ্রা ও সুখ বাসনা কোথায়? আজি আমারে এই অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত করিতে পারে, এরূপ লোক ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে নাই, করিবেও না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপান্বিত অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া রথে অশ্ব সংযোজন পূর্ব্বক বিপক্ষগণের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাত্মা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবীর! তুমি কি অভিপ্রায়ে রথ যোজন করিলে সত্য করিয়া বল। আমরা তোমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখী হইয়া থাকি, অতএব আমাদের প্রতি কোন আশঙ্কা করিও না। তখন অশ্বত্থামা পিতৃবধ বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক কোপে কম্পিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরনিকরে সহস্র যোদ্ধার প্রাণ সংহার করিয়া আমার অস্ত্রত্যাগী পিতারে নিপাতিত করিয়াছে। আজি আমি সেই বর্ম্মবিহীন পাপপরায়ণ দ্রুপদপুত্রকে নিহত করিব। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন যাহাতে আমার হস্তে পশুর ন্যায় নিহত হইয়া শস্ত্রবিজিত লোকে গমন করিতে না পারে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা বর্ম্ম ধারণ এবং কার্ম্মুক ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর। দ্রোণপুত্র এই বলিয়া বিপক্ষগণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরত্রয়কে যজ্ঞস্থানসমিদ্ধ হুতাশনত্রয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা সেই সুপ্ত জনপূর্ণ শিবির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক শিবিরদ্বারে গমন করিয়া রথবেগ সম্বরণ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামারে দ্বারদেশে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে মহারথ অশ্বত্থামা ক্রোধভরে শিবিরদ্বারে আগমন করিয়া তথায় চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এক মহাকায় পুরুষকে অবলোকন করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল বিচিত্র সহস্র নেত্র সমলঙ্কৃত; বাহু সকল সুদীর্ঘ, স্থূল ও নাগাঙ্গদ বিভূষিত এবং আস্যদেশ ব্যাদিত, দংষ্ট্রাকরাল ও অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত; তাঁহার পরিধান শোণিতার্দ্র ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন। সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী ভীষণদর্শন মহাপুরুষের আকার ও বেশ বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর। তাঁহারে দেখিলে পর্ব্বত সকলও বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে সেই দিব্য পুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণযুগল ও সহস্র নেত্র হইতে তেজোরাশি নির্গত হইতেছিল। সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে শঙ্খচক্রগদাধারী অসংখ্য হৃষীকেশ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিলেন।

মহারথ অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর অদ্ভুতাকার মহাপুরুষকে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাকায় পুরুষও বড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রাস করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আপনার দিব্যাস্ত্রজাল নিতান্ত নিষ্ফল হইল দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রলয়কালে মহোল্কা যেমন সূর্য্যদেবকে আহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই প্রদীপ্ত রথশক্তি মহাপুরুষকে আহত করিয়া বিদীর্ণ ও নিপতিত হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা এক আকাশ সদৃশ নীলবর্ণ সুবর্ণমুষ্টি সমলঙ্কৃত খড়্গ কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ দিব্য পুরুষের দেহে নিপতিত হইয়া গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত নকুলের ন্যায় তিরোহিত হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি এক ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ প্রজ্বলিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

এই রূপে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ক্ষয় হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্তত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, সেই মহাপুরুষের তেজোরাশি বিনির্গত অসংখ্য হৃষীকেশ এককালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাচার্য্যের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক সন্তপ্ত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি সুহৃদের হিতকর বাক্য অপ্রিয় বোধে অনাদর করে, তাহারে আমার ন্যায় বিপদসাগরে নিমগ্ন হইয়া শোক প্রকাশ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রসম্মত পথ অতিক্রম করিয়া শত্রু সংহারের অভিলাষ করে, তাহারে ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হইয়া কুপথে প্রতিহত হইতে হয়। বৃদ্ধ লোকে সর্ব্বদা এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে, গো, ব্রাহ্মণ, নৃপ, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু এবং মৃতপ্রায়, জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মদমত্ত, উন্মত্ত ও অনবহিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাচ শস্ত্র প্রহার করিবে না। আমি সেই শাস্ত্রবিহিত সনাতন পথ অতিক্রম পূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিয়া এই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অশক্তি নিবন্ধন ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হওয়াই ঘোরতর বিপদের বিষয়। দৈব অপেক্ষা পুরুষকার কদাচ গুরুতর নহে। যদি কেহ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্দ্দৈব বশত উহা সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা

হইলে তাহারে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে প্রতিজ্ঞা সহকারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ ভয় প্রযুক্ত তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অগ্রে ঐ রূপ প্রতিজ্ঞা করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি অসৎ কার্য্য সংসাধনে উদ্যত হইয়াছি বলিয়া আমার এই মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই যে মহাপুরুষ উদ্যত দৈব দণ্ডের ন্যায় এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন, আমি বারংবার চিন্তা করিয়াও ইহাঁরে বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছি না; বোধ হয়, ইনি আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্ত কলুষিত বুদ্ধির ভয়ঙ্কর ফল স্বরূপ। আমি কদাচ সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই, এক্ষণে কেবল দৈবই আমারে সমরবিমুখ করিলেন, সন্দেহ নাই। অতঃপর দৈব বল প্রাপ্ত না হইলে আমি কদাচ এই কার্য্য সাধনে সমর্থ হইব না। অতএব এক্ষণে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমার এই দুর্দ্দৈব শান্তি করিয়া দিবেন। ভগবান্ উমাপতি তপ ও বিক্রম প্রভাবে সমস্ত দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন; অতএব তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা এই রূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতিরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেবেশ! আমি অতি ক্ষুদ্রাশয়। এক্ষণে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মোপহার প্রদান পূর্ব্বক তোমার পূজা করিব। হে দেব! তুমি উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, শর্ব্ব, ঈশান ও ঈশ্বর; তুমি গিরিশ, বরদ ও ভবভাবন; তুমি শিতিকণ্ঠ, অজ, ও শুক্র; তুমি দক্ষযজ্ঞনাশক হর; তুমি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ও বহুরূপী; তুমি উমাপতি ও মহাগণপতি; তুমি শ্মশানবাসী, খট্টাঙ্গধারী; তুমি জটিল; তুমি স্তুত, স্তুত ও স্তূয়মান; তুমি অমোঘ, তুমি শক্র, তুমি কৃত্তিবাসী, বিলোহিত, অসহ্য ও দুর্নিবার; তুমি ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মচারী; তুমি ব্রতধারী, তপস্বী ও তাপসগণের গতি; তুমি অনন্ত, পারিষদপ্রিয়, ত্রিলোচন, ধনাধ্যক্ষ ও দক্ষিণমুখ; তুমি পার্ব্বতীর হৃদয়বল্লভ ও স্কন্দের পিতা; তুমি পিনাক, বৃষবাহন ও সূক্ষ্ম বাসধারী; তুমি পার্ব্বতীর ভূষণ ও তাঁহাতে নিরত; তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; তুমি অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ; তুমি দিগন্ত ও দেশরক্ষক; তুমি চন্দ্রমৌলি ও হিরণ্যকবচধারী; অতএব আমি একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাগত হইলাম। যদি আমি আসন্নবর্ত্তী বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তাহা হইলে তোমারে স্বীয় শরীরস্থ পঞ্চ ভূত উপহার প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা অশ্বত্থামা এই রূপ স্তব করিলে তাঁহার সম্মুখে এক কাঞ্চনময় বেদী সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ভগবান্ হুতাশন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই বেদীমধ্যে বিরাজমান হইলেন। বিচিত্র অঙ্গদধারী উদ্যতবাহু অসংখ্য করচরণ সম্পন্ন বহু মস্তক শোভিত উজ্জ্বলবদন উজ্জ্বলনেত্র পর্ব্বতাকার মহাগণ সকল তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদিগের আকার কুকুর, বরাহ ও উষ্ট্রের ন্যায়; মুখ অশ্ব, শৃগাল, ভল্লুক, মার্জ্জার, ব্যাঘ্র, দ্বীপি, বায়স, বানর, শুক, অজগর, হংস, সারস, চাস, কূর্ম্ম, নক্র, শিশুমার, পারাবত, তিমি, নকুল, বক, মহামকর, শ্যেন, মেষ ও ছাগের ন্যায়; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সহস্রলোচন, কাহার

কাহারও উদর অতি বৃহৎ ও অঙ্গ কৃশ, কেহ কেহ মস্তক বিহীন, কেহ কেহ দীপ্তনেত্র ও দীপ্ত জিহ্বা সম্পন্ন এবং কাহারও কেশ, কাহারও কর্ণ ও কাহারও বা গাত্রলোম তাম্রবর্ণ। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্খের ন্যায় ধবল। কেহ কেহ শঙ্খমাল্যধারী এবং কেহ কেহ শঙ্খশব্দের ন্যায় অতি গভীর কণ্ঠস্বর সম্পন্ন, কেহ কেহ জটাভারধারী, কেহ কেহ পঞ্চশিখা সম্পন্ন, কেহ কেহ মুণ্ডিতমুণ্ড, কাহারও কাহারও চারি দন্ত, কাহারও কাহারও চারি জিহ্বা, কাহারও কাহারও উদর অতিকৃশ, কাহারও কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের ন্যায়, কেহ কেহ কিরীট ও উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুঞ্জমেখলা সমলঙ্কৃত, কেহ সর্পকিরীট শোভিত, কেহকেহ সর্পাঙ্গদধারী, কেহ কেহ বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, কাহারও কাহারও কেশকলাপ কুঞ্চিত এবং কাহারও কাহারও মস্তক পদ্ম ও উৎপলে সুশোভিত। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শতঘ্নী, কেহ কেহ বজ্র, কেহ কেহ মুষল, কেহ কেহ ভুষণ্ডী, কেহ কেহ পাশ, কেহ কেহ দণ্ড, কেহ কেহ ধ্বজ, কেহ কেহ পতাকা, কেহ কেহ ঘণ্টা, কেহ কেহ পরশু, কেহ কেহ লগুড়, কেহ কেহ স্থূণা, কেহ কেহ খড়্গ এবং কেহ কেহ বা শরপূর্ণ তূণীর ধারণ করিয়াছে। কাহারও কাহারও কলেবর পঙ্কলিপ্ত, কেহ কেহ শুক্লাম্বর ও শুক্ল মাল্যধারী এবং কেহ কেহ নীল ও কেহ কেহ পিঙ্গলবর্ণ।

ঐ সময় তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত করিতে লাগিল। কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য এবং কেহ কেহ লঙ্ঘন ও কেহ কেহ লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল; উহাদের কেশকলাপ বায়ুবেগে উড্ডীন হইতে লাগিল; কেহ কেহ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত দুর্ব্বিষহ বিক্রম সম্পন্ন নানারাগ রঞ্জিত বসনধারী রত্নখচিত অঙ্গদ সমলঙ্কৃত শত্রুনাশক ঘোররূপ মাংসভোজী বসাশোণিতপায়ী পরিচারকগণমধ্যে কেহ কেহ চূড়া সম্পন্ন, কেহ কেহ অতিশয় হ্রস্ব, কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কাহার কাহারও উদর পিঠরের ন্যায়, কাহার কাহার ওষ্ঠ লম্বিত, কাহার কাহারও মেঢ্র ও অণ্ড অতি বৃহৎ। উহারা চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রপরিপূর্ণ নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলে আনয়ন এবং চতুর্ব্বিধ লোক সকলকে বিনাশ করিতে সমর্থ। উহারা প্রতিনিয়ত নির্ভয়ে ভবানীপতির ভ্রূভঙ্গি সহ্য করিয়া থাকে। উহারা নিরন্তর স্বেচ্ছাচার পরায়ণ এবং ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। উহারা হিংসাদ্বেষ শূন্য হইয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করে। ঐ সকল বাক্যবিন্যাসবিশারদ পারিষদগণ অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও গর্ব্বিত হয় নাই। ভগবান্ শূলপাণি উহাদের কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া থাকেন এবং উহাদের কর্ত্তৃক কায়মনোবাক্যে আরাধিত হইয়া ঔরস পুত্রের ন্যায় উহাদিগকে রক্ষা করেন। উহারা রুদ্রের একান্ত ভক্ত। উহারা চতুর্ব্বিধ সোমরস এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে রাক্ষসদিগের শোণিত ও বসা পান করিয়া থাকে। উহারা বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা ভগবান্ শশিশেখরকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সলোকতা লাভ করিয়াছে। কালত্রয়ের অধিপতি রুদ্রদেব ও দেবী পার্ব্বতী ঐ সমস্ত আত্মানুরূপ পারিষদের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত ভূত বিবিধ বাদিত্র বাদন, মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জন, আক্রোশ প্রকাশ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তেজ দর্শন ও মহিমা বর্ণন করিবার মানসে স্ব স্ব প্রভাজাল বিস্তার করিয়া মহাদেবকে স্তব

করিতে করিতে দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইল। সেই ভীমদর্শন ভূতগণকে নিরীক্ষণ করিলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই ভয় জন্মে, কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা তাহাদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভগবান্ শঙ্করকে আপনার দেহ উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তৎকালে তাঁহার কার্ম্মুক সমিধ, শাণিত শরনিকর পবিত্র ও আত্মা হবিঃ স্বরূপ হইল। অনন্তর তিনি রৌদ্রকর্ম্মা রুদ্রদেবকে সৌম্য মন্ত্রে আপনার দেহ উপহার প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! আমি আঙ্গিরসকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, অদ্য এই বিপদকালে তোমার প্রতি ভক্তিভাবে সমাধিবলে হুতাশনে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিতেছি, তুমি এই উপহার প্রতিগ্রহ কর। সমস্ত ভূত তোমাতেই বিদ্যমান আছে এবং তুমিও সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছ; প্রধান প্রধান গুণ সমুদায় তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আমি শত্রুপরাজয়ে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট হবিঃস্বরূপ অবস্থান করিতেছি, তুমি আমারে প্রতিগ্রহ কর। মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া সেই প্রদীপ্ত প্লাবকযুক্ত বেদীতে আরোহণ পূর্ব্বক হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান রুদ্র তাঁহারে হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট, নিশ্চেষ্ট ও ঊর্দ্ধবাহু নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে বীর! মহাত্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, আর্জ্জব, দান, তপ, নিয়ম, ক্ষমা, ধৃতি, বুদ্ধি ও বাক্যে আমার আরাধনা করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার আর কেহই প্রিয়তম নাই। সেই কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা ও তোমার বলবীর্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি পাঞ্চালগণকে সুরক্ষিত করিয়া মায়াবল বিস্তার করিয়াছিলাম; কিন্তু পাঞ্চালেরা কালগ্রস্ত হইয়াছে, আজি তাহাদিগের জীবন রক্ষা হইবে না। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি এই বলিয়া অশ্বত্থামারে এক সুনির্ম্মল খড়্গ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পুনরায় শঙ্করের তেজঃপ্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া যুদ্ধার্থে মহাবেগে শিবিরে ধাবমান হইলেন। ভূত ও রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় দ্রোণতনয়কে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অদৃশ্য ভাবে তাঁহার উভয় পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশ করিলে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিলেন? তাঁহারা কি ভয় ব্যাকুল বা সামান্য রক্ষকগণ কর্ত্তৃক অলক্ষিত ভাবে নিবারিত হইয়া পলায়ন করিলেন অথবা শিবির ভেদ এবং সোমক ও পাণ্ডবগণকে সংহার পূর্ব্বক পাঞ্চালদিগের হস্তে নিহত হইয়া দুর্য্যোধনের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দ্রোণপুত্র শিবির প্রবেশে সমুদ্যত হইলে মহারথ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে মৃদু স্বরে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আপনারা যত্ন করিলে নিদ্রাগত হতাবশিষ্ট বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে পারেন। আমি এক্ষণে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিব। যেন এ স্থানে কোন ব্যক্তি আপনাদের নিকট পরিত্রাণ না পায়, আমার এইমাত্র প্রার্থনা। মহাবাহু দ্রোণকুমার

এই বলিয়া গম্য দ্বার পরিহার পূর্ব্বক অন্য স্থান দিয়া নির্ভয় চিত্তে পাণ্ডবগণের শিবিরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সমরপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ বিশ্বস্ত চিত্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে আহ্লাদিত চিত্তে দ্রুপদপুত্রের শয়ন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহারে দিব্যাস্তরণ সমাবৃত সুগন্ধি মাল্য পরিশোভিত বিচিত্র ক্ষৌমমণ্ডিত শয়নীয়ে অকুতোভয়ে নিদ্রাগত দেখিয়া পদাঘাত দ্বারা প্রবোধিত করিলেন। সমরদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার পদপ্রহারে জাগরিত ও উত্থিত হইয়া তাঁহারে দ্রোণপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন মহাবল অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়কে শয্যা হইতে সমুত্থিত দেখিয়া দুই হস্তে তাঁহার কেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে ধরাতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের প্রভাবে এই রূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া নিদ্রা ও ভয় প্রযুক্ত প্রতিবিধানের কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা চরণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহারে পশুর ন্যায় নিধন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন দ্রুপদকুমার নখর প্রহারে দ্রোণপুত্রের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, আচার্য্যপুত্র! অস্ত্রপ্রহার দ্বারা অবিলম্বে আমারে সংহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রসাদে পবিত্র লোকে গমন করিতে পারিব। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়ের সেই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রে কুলাঙ্গার! আচার্য্যহন্তাদিগের কোন লোকেই গমনে অধিকার নাই; অতএব তোর উপর শস্ত্র নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কোপান্বিত দ্রোণপুত্র এই বলিয়া সিংহ যেমন মদমত্ত মাতঙ্গের মর্ম্ম পীড়ন করে, তদ্রূপ সুদারুণ পদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্ম পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য মহিলাগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক সকল তাঁহার আর্ত্তনাদে জাগরিত হইয়া তাঁহারে ভূতোপহত জ্ঞান করিয়া ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও সমর্থ হইল না। মহাবীর অশ্বত্থামা এই রূপে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূরিত করত অন্যান্য শত্রু সংহারার্থ গমন করিতে লাগিলেন।

মহারথ দ্রোণপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে বহির্গত হইলে যাবতীয় মহিলা ও রক্ষকগণের ভীষণ ক্রন্দন কোলাহল সমুত্থিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ স্বামীরে নিহত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদনশব্দে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সহসা জাগরিত হইয়া বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণীগণ ভয়বিহ্বল চিত্তে কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন। তোমরা সত্বরে আগমন কর। ঐ দেখ, এক জন পুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। ঐ ব্যক্তি মনুষ্য কি নিশাচর, তাহা আমরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তখন শিবিরস্থ প্রধান প্রধান যোধগণ সহসা অশ্বত্থামারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার রুদ্রাস্ত্র দ্বারা সেই সমাগত বীরগণকে নিপাতিত করিয়া অনতিদূরে নিদ্রিত উত্তমৌজারে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ পাদ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তাঁহারে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু উত্তমৌজারে রাক্ষসহস্তে নিহত বিবেচনা করিয়া সত্বরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বত্থামার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহারে ভূতলে নি-

ক্ষেপ পূর্ব্বক পশুর ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন।

যুধামন্যু নিহত হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্তত শয়ান মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইয়া খড়্গাঘাতে যজ্ঞস্থলে বিকম্পিত পশুগণের ন্যায় একে একে তাহাদের প্রাণ সংহার করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে শিবিরমধ্যস্থ ন্যস্তশস্ত্র পরিশ্রান্ত যোধগণকে সমুদায় হস্তী অশ্বের সহিত নিপাতিত করিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই করাল করবালধারী মহাবীরের গাত্রে অসিবিচ্ছিন্ন ইতস্তত সঞ্চরিত বীরগণের শোণিতধারা সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহারে অতি ভীষণ অপূর্ব্ব প্রাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমরে অগ্রসর যোধগণ অশ্বত্থামার অলৌকিক রূপ দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনেকে তাঁহারে রাক্ষস বিবেচনা করিয়া নেত্র নিমীলিত করিতে লাগিলেন।

এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শিবিরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অবশিষ্ট সোমকগণকে অবলোকন করিলেন। শরাসনধারী মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ সমর কোলাহলে জাগরিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। প্রভদ্রকগণ ও মহাবীর শিখণ্ডী তাঁহাদিগের সমরশব্দে প্রবোধিত হইয়া শরজালে দ্রোণপুত্রকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমরপরাক্রান্ত মহারথ অশ্বত্থামা সেই শরজালবর্ষী বীরগণকে দর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পিতৃবধ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সরোষ নয়নে সহস্র চন্দ্র পরিশোভিত চর্ম্ম ও সুবর্ণমণ্ডিত দিব্য খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রৌপদীতনয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশ ছেদন করিলে ঐ মহাবীর নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেন। তখন প্রতাপশালী সুতসোম প্রাস দ্বারা অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সুতসোমের অসি সমবেত বাহু ছেদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। মহাবীর সুতসোম সেই আঘাতে ব্যথিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন নকুলপুত্র মহাবল শতানীক বাহুবলে অশ্বত্থামার হৃদয়ে রথচক্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার নকুলনন্দনের প্রহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে ভূতলে নিপাতন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ ধারণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া অশ্বত্থামার মধ্যদেশে আঘাত করিলেন। আচার্য্যপুত্র তদ্দর্শনে করাল করবাল দ্বারা তাঁহার আস্যদেশ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা আচার্য্যতনয়ের খড়্গাঘাতে বিকৃতমুখ ও নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি অশ্বত্থামার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র চর্ম্ম দ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহার কুণ্ডলসম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভীষ্মনিহন্তা শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর অশ্বত্থামারে বিবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ললাটে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণকুমার তদ্দর্শনে কোপান্বিত হইয়া খড়্গ দ্বারা শিখণ্ডীরে দুই

খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদতনয় নিহত হইলে অসিমার্গবিশারদ মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া যাবতীয় প্রভদ্রক, বিরাট রাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য সমুদায়, দ্রুপদের পুত্র পৌত্র ও সুহৃদ্গণ এবং অন্যান্য বীরগণকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ দেখিলেন যে, রক্তবদনা লোহিতনয়না রক্তমাল্যানুলেপনা রক্তবস্ত্রধারিণী কৃষ্ণবর্ণা কালরাত্রি অসংখ্য অশ্ব কুঞ্জর ও ন্যস্তশস্ত্র মুক্তকেশ মহারথদিগকেও ভীষণ পাশে বদ্ধ করিয়া প্রস্থানে সমুদ্যত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কুরুপাণ্ডবের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হওয়া অবধি পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ প্রতিরাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিতেন যে, ঐ করালবদনা কামিনী তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতেছেন এবং মহারথ দ্রোণতনয় তাঁহাদের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই রূপে মহাবীর দ্রোণকুমার সেই দৈবোপহত প্রাণিগণকে সিংহনাদে বিত্রাসিত ও নিপাতিত করিলেন। বীরগণ তৎকালে পূর্ব্বকালীন স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া উহা দৈবপীড়ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর পাণ্ডবশিবিরস্থ সহস্র সহস্র ধনুর্দ্ধর বীর সেই শব্দে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় কাহারও চরণদ্বয় ছেদন, কাহারও জঘন বিদারণ এবং কাহারও বা পার্শ্বদেশ ভেদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ গজ ও কেহ কেহ অশ্ব দ্বারা উন্মথিত হইল এবং অনেকে নিতান্ত পেষিত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই রূপে সেই সমস্ত নিপতিত বীরগণে রণভূমি পরিপূর্ণ হইলে, ঐ বীর কে, কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কাহার কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইতেছে, এই রূপ নানাপ্রকার ক্রন্দন ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় দ্রোণনন্দন অন্তকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শস্ত্রহীন কবচশূন্য পাণ্ডবসৈন্য ও সৃঞ্জয়গণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অনেকে অশ্বত্থামার শস্ত্রপাতে নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করত নিদ্রাবেশ প্রভাবে বিসংজ্ঞ ও নিপতিত হইল। অনেকে মোহযুক্ত ও উরুস্তম্ভে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনেকে নিতান্ত ভীত ও একান্ত অবসন্ন হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ভীম নিস্বন সম্পন্ন রথে পুনরায় আরোহণ পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারণ করিয়া শরনিকরে অনেকানেক বীরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কতগুলি বীর উত্থিত এবং কতগুলি তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে দূর হইতেই মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি রথচক্র দ্বারা অনেককে প্রমথিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন এবং অব্যবহিত পরেই বিচিত্র চর্ম্ম ও আকাশের ন্যায় শ্যামল অসি গ্রহণ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে দ্রোণতনয় মত্ত মাতঙ্গ যেমন অতি বিস্তীর্ণ হ্রদ আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই শত্রুশিবির বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় নিদ্রায় একান্ত কাতর অনেক যোদ্ধা সেই তুমুল সংগ্রামশব্দে নিতান্ত ভীত ও উত্থিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ অতি কর্কশ স্বরে চীৎকার ও কেহ কেহ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতে লাগিল। তৎকালে অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও বসন প্রাপ্ত হইল না। অনেকের কেশ আলুলিত হইয়া গেল। কেহই কাহারে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। কেহ কেহ গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইয়া নিপতিত

হইল। কেহ কেহ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী ও অশ্বেরা বন্ধন ছেদন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং কতগুলি দলবদ্ধ হইয়া ধাবমান হইল। কতগুলি মনুষ্য নিতান্ত ভীত হইয়া ভূতলে বিলীন হওয়াতে হস্তী ও অশ্বগণ তাহাদিগকে চরণ দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল।

এই রূপে সেই রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিলে রাক্ষসগণ হৃষ্ট মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেই সিংহনাদ শব্দে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হস্তী ও অশ্বগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক শিবিরস্থিত ব্যক্তিদিগকে বিমর্দ্দিত করত ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন উহাদিগের চরণসমুত্থিত ধূলিজালে সেই রজনীযোগে শিবিরমধ্যে অন্ধকার দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই জ্ঞান শূন্য হইয়া কে পিতা, কে পুত্র, কে ভ্রাতা, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। হস্তী হস্তিযূথকে ও অশ্ব অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া তাড়িত, সমাহত, ভূতলে পাতিত ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। ঐ সময় সুপ্তোত্থিত অন্ধকারাচ্ছন্ন জ্ঞান শূন্য মনুষ্যগণ কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আত্মপক্ষ বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বারপালেরা দ্বারদেশ ও শিবিররক্ষকেরা শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে প্রাণপণে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহই কাহারে চিনিতে পারিল না। সকলেই বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করত গোত্র ও নামোচ্চারণ করিয়া হা তাত! হা পুত্র! বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে ভূতলে শয়ান হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে পলায়মান ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় অনেক ক্ষত্রিয় প্রাণ রক্ষার্থে ভয়ে শিবির হইতে পলায়নে উদ্যত হইল। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ও মহাবীর কৃপাচার্য্য দ্বারদেশেই তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলুলায়িত কেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না। ঐ সময় তাঁহারা উভয়ে দ্রোণপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে শিবির আলোকময় হইলে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা করে করবারি ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করত যাহারা তাঁহার অভিমুখে আগমন ও যাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গাঘাতে অনেকে দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দীর্ঘকলেবর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ চীৎকার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের কলেবরে পৃথিবী এককালে সমাকীর্ণ হইয়া গেল। এই রূপে অসংখ্য মনুষ্য নিহত হইলে বহুসংখ্যক কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কোন কোন বীরের আয়ুধ ও অঙ্গদযুক্ত বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও করিশুণ্ড সদৃশ উরু, কাহারও পাদ, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও পার্শ্ব, কাহারও মধ্যদেশ ও কাহারও কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কাহার কাহারও স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া তাহার মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রভাবে অনেকেই সমরপরাঙ্মুখ হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এই রূপে অসংখ্য মনুষ্য সংহার পূর্ব্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজনী ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল।

অনেকে দ্রোণতনয়ের হস্তে নিহত ও অনেকে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া সেই মৃত হস্তী অশ্ব ও রথসঙ্কুল, যক্ষরাক্ষস সমাকীর্ণ সমরস্থলে নিপতিত হইল। অসংখ্য লোক পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেহ কেহ কহিল, ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যে কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই, আজি দুরাত্মা রাক্ষসগণ সেই কার্য্য সংসাধন করিল। পাণ্ডবগণ এখানে উপস্থিত না থাকাতেই আমাদিগের এই রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাসুদেবপরিরক্ষিত ধনঞ্জয়কে কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। ঐ মহাবীর ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, দান্ত ও পরম দয়ালু। শত্রুপক্ষ নিদ্রিত, প্রমত্ত, ন্যস্তশস্ত্র, বদ্ধাঞ্জলি, ধাবমান বা মুক্তকেশ হইলে তিনি কখনই তাহাদিগকে বিনাশ করেন না। হায়! আজি দুরাত্মা রাক্ষসগণ কি ঘোরতর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল! হে মহারাজ! অসংখ্য লোক এই রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল।

অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণের তুমুল কোলাহল তিরোহিত হইয়া গেল। বসুন্ধরা শোণিতসিক্ত হওয়াতে সেই ঘোরতর রজোরাশি এককালে অদৃশ্য হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, পশুপতি যেমন পশু বিনাশ করেন, তদ্রূপ কি শয়ান, কি ধাবমান, কি যুধ্যমান, সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অনেকে হুতাশনে দগ্ধ ও অশ্বত্থামার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর দ্রোণতনয় এই রূপে অর্দ্ধ রাত্রমধ্যে পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে ঐ রাত্রিতে রাক্ষস ও পিশাচগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া শোণিত পান, মাংস ভক্ষণ এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও বসা আস্বাদন পূর্ব্বক ইহা অতি উপাদেয়, ইহা অতি পবিত্র, ইহা অতি সুস্বাদু এই বলিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বসাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ধাবমান হইল। ঐ সমুদায় মাংসজীবী দেখিতে অতি ভয়ানক। উহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল, দন্ত পর্ব্বতাকার, কেশ জটিল, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, উদর বৃহৎ, অঙ্গুলি পশ্চাৎভাগে নিহিত, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ানক, শরীর ঘণ্টাজালে জড়িত এবং কণ্ঠা নীলবর্ণ। উহারা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নির্ঘৃণ। উহাদের মধ্যে অনেকেরই পাঁচ চরণ। হে মহারাজ! এই রূপ নানা প্রকার বদনযুক্ত অতি বিকটাকার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ রাক্ষস তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সময় অসংখ্য ভূতও তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল।

অনন্তর প্রত্যূষ সময়ে রুধিরাক্তকলেবর মহাবীর অশ্বত্থামা শিবির হইতে প্রতিগমন করিবার বাসনা করিলেন। ঐ সময় তাঁহার খড়্গমুষ্টি একবারে করতলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তিনি অতি দুর্গম পথে পদার্পণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতৃবিনাশজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি রজনীযোগে লোক সকল নিদ্রিত হইলে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক উহা যেরূপ নিঃশব্দ দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তত্রত্য যাবতীয় লোক বিনষ্ট হওয়াতে উহা তদ্রূপ নিঃশব্দ দেখিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং অচিরাৎ কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করি-

লেন। তখন তাঁহারাও আমরা অসংখ্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়কে উৎসন্ন করিয়াছি বলিয়া অশ্বত্থামার প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিন জনই করতালি প্রদান পূর্ব্বক মহা হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই রজনী নিদ্রিত ও অনবহিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের পক্ষে অতি ভয়ানক হইয়াছিল। কালের গতি অতিক্রম করা সুকঠিন। দেখুন, যাহারা আমাদিগের অসংখ্য বল নিহত করিয়াছিল, তাহারাই আবার এক্ষণে নিহত হইল। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা প্রতিনিয়তই আমার পুত্রের জয় লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ ছিলেন। তিনি কি কারণে পূর্ব্বেই ঐরূপ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হন নাই। এক্ষণে নীচাশয় দুর্য্যোধন নিপাতিত হইলেই বা তিনি কি কারণে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর অশ্বত্থামা অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের ভয়ে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে তাঁহারা তথায় উপস্থিত না থাকাতে বিশেষত রাত্রিকালে সকলেই নিঃশঙ্ক চিত্তে নিদ্রিত হওয়াতেই তিনি আপনার অভিলষিত কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হইলেন। বাসুদেব ও সাত্যকি সমবেত পাণ্ডবগণের সমক্ষে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে পারেন না। এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ পূর্ব্বক পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া পরম সৌভাগ্য পরম সৌভাগ্য বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণতনয় মহা আহ্লাদে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মারে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। অতএব আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। অচিরাৎ কুরুরাজের সমীপে গমন পূর্ব্বক যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

নবম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই তিন মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া রণনিপতিত রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন ও রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দেখিলেন কুরুরাজ বিচেতনপ্রায় হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতেছেন এবং তাঁহার জীবন অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। বৃক প্রভৃতি ঘোরদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহারে ভক্ষণ করিবার অভিলাষে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি গাঢ়তর বেদনায় নিতান্ত কাতর ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অতি কষ্টে উহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে সেই হতাবশিষ্ট বীরত্রয় নিতান্ত শোকাকুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। কুরুরাজ সেই রুধিরোক্ষিত তিন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া হুতাশনত্রয় পরিশোভিত যজ্ঞবেদীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে ধরাশয্যায় শয়ান দেখিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং হস্ত দ্বারা দুর্য্যোধনের মুখমণ্ডল হইতে রুধিরধারা মোচন করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, হায়! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। কুরুরাজ দুর্য্যোধন একাদশ

অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে উনি নিহত হইয়া রুধিরলিপ্ত কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। এই গদাপ্রিয় মহাবীরের সমীপে সুবর্ণজালজড়িত ভীষণ গদা নিপতিত রহিয়াছে। ইনি কোন যুদ্ধেই গদা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে প্রিয়তমা ভার্য্যা যেমন হর্ম্ম্যতলে নিদ্রিত ভর্ত্তার সহিত একত্র অবস্থান করে, তদ্রূপ এই গদা কুরুরাজের সহিত অবস্থান করিতেছে। উহা এই স্বর্গারোহণকালেও ইহাঁরে পরিত্যাগ করিতেছে না। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! যিনি সমস্ত ভূপালগণের শ্রেষ্ঠ, আজি তিনি সমরে নিপতিত হইয়া রজোরাশি গ্রাস করিতেছেন। যিনি বহুসংখ্য শত্রুকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন আজি তিনি বিপক্ষের বলবীর্য্যে বিনষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। অসংখ্য ভূপতি ভীত মনে যাঁহার চরণে প্রণত হইতেন, আজি তিনি সমরশায়ী হইয়া শৃগাল কুক্কুরে পরিবৃত রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ অর্থের নিমিত্ত যাঁহার নিকট সতত প্রার্থনা করিতেন, আজি মাংসাশী জন্তুগণ মাংস লাভার্থে সেই মহাবীরের উপাসনা করিতেছে।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা কুরুরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, মহারাজ! লোকে তোমারে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তুমি হলধারী বলদেবের প্রিয় শিষ্য ও যুদ্ধে ধনাধিপতি কুবেরের অনুরূপ। দুরাত্মা ভীম রণস্থলে কিরূপে তোমার রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল? কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। ভীম তোমারে সংহার করিয়াছে ইহাও আমাদিগের দেখিতে হইল! সেই পাপাত্মা মূর্খ ছলপ্রকাশ পূর্ব্বক তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ঐ দুরাচার ধর্ম্মযুদ্ধে তোমারে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মানুসারে গদাঘাতে তোমার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়াছে। সে যখন তোমারে অধর্ম্মযুদ্ধে নিপাতিত করিয়া তোমার মস্তকে পদাঘাত করে, তৎকালে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল। অতএব তাহাদিগকে ধিক্। যত দিন এই জীবলোক বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বৃকোদর যে শঠতাচরণ পূর্ব্বক তোমারে সংহার করিয়াছে, সকলেই তাহার এই অপযশ ঘোষণা করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবল বলদেব সর্ব্বদা সভামধ্যে শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন আমার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন, তাঁহা অপেক্ষা গদাযুদ্ধে আর কেহই উৎকৃষ্ট নাই।

হে মহারাজ! মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দিগের যাহা প্রশস্ত গতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তুমি সমরে অপরাঙ্মুখ ও নিহত হইয়া সেই গতি লাভ করিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না। কেবল তোমার বৃদ্ধ জনক জননী দারুণ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগের নিমিত্তই সন্তপ্ত হইতেছি। তাঁহারা অতঃপর ভিক্ষুক হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিবেন, সন্দেহ নাই। যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে ধিক্! উহারা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু তোমারে অধর্ম্মযুদ্ধে নিহত দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল! অন্যান্য ভূপালগণ দুর্য্যোধন কিরূপে নিহত হইয়াছেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। হে কুরুরাজ! তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে এই নিমিত্ত তোমারে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে বন্ধুবান্ধব বিহীনা হতপুত্রা

গান্ধারী ও প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজের কি গতি হইবে! ভোজরাজ কৃতবর্ম্মারে, মহারথ কৃপাচার্য্যকে ও আমারে ধিক্। আমরা প্রজারক্ষক সর্ব্বকামপ্রদ ভূপতিরে অগ্রসর করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে আমরা মহাবীর কৃপাচার্য্যের, আপনার ও আমার পিতার বীর্য্য প্রভাবে বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে রত্নময় বিবিধ গৃহে অবস্থান ও ভূরিদক্ষিণ প্রভূত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব। আপনি সমুদায় ভূপতিরে অগ্রসর করিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন, কেবল আমরা তিন জন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্তই নিতান্ত তাপিত হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগকে স্বর্গহীন অর্থবিহীন হইয়া চিরকাল আপনার সুকৃত স্মরণ করিতে হইবে। আমরা জীবিত থাকিয়া আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি এই আশ্রিতগণকে পরিত্যাগ করাতে ইহাদের সুখ, শান্তি একবারেই উচ্ছিন্ন হইল। অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে অতিকষ্টে ভূমণ্ডলে পর্য্যটন করিতে হইবে। হে মহারাজ! আপনি স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক আমার বচনানুসারে মহারথগণকে যথোপযুক্ত পূজা করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার পিতা ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য আচার্য্যকে কহিবেন যে, আজি অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়াছে। পিতারে এই কথা বলিয়া মহারথ বাহ্লীক, সিন্ধুরাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য ভূপালগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ভগ্নোরু বিচেতন দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিয়া পুনরায় তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করুন। এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাতজন এবং আমাদের পক্ষে আমরা তিন জন, সমুদায়ে উভয় পক্ষে আমরা দশজনমাত্র জীবিত রহিয়াছি। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সমুদায়, পাঞ্চালগণ ও অবশিষ্ট মৎস্যগণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। আমি এই রাত্রিযোগে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় সংহার ও পাণ্ডবগণের সমুদায় বাহন, সৈন্য ও পুত্রগণকে বিনাশ পূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতন করিয়াছি। হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের মুখে সেই প্রীতিকর সমাচার শ্রবণে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কহিলেন, হে বীর! মহাবাহু ভীষ্মদেব, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্য সংসাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তুমি কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছ। নীচাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আজি আমি আপনারে ইন্দ্রতুল্য জ্ঞান করিতেছি; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক; পুনরায় স্বর্গে আমার সহিত মিলন হইবে। কুরুরাজ এই কথা বলিয়া সেই বীরত্রয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুবিয়োগ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বর্গে সমারূঢ় হইলেন। তাঁহার দেহমাত্র ভূতলে নিপতিত রহিল। হে মহারাজ! এই রূপে কুরুপতি মহাবীর দুর্য্যোধন সমরে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে আলিঙ্গন ও সস্নেহ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত চিত্তে সেই প্রত্যূষ সময়ে নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাই এই কুরুপাণ্ডব সৈন্যক্ষয়ের মূলীভূত কারণ। আজি আপনার পুত্র

স্বর্গারোহণ করিলে আমার ঋষিপ্রদত্ত দিব্য-দর্শিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই রূপে প্রিয় পুত্র দুর্য্যোধনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন।

ঐষীক পর্ব্বাধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

বৈশাম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ঐ রাত্রির সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিল, মহারাজ! দ্রুপদতনয়গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রাত্রিকালে বিশ্বস্ত চিত্তে শিবিরমধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সেই সুযোগে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মাদিগের প্রাস, শক্তি ও পরশু প্রভাবে আমাদের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য এককালে নিঃশেষিত হইয়াছে। কুঠারনিকৃত্ত মহাবনের ন্যায় আপনার বিপুল বল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। দুরাত্মারা আপনার শিবিরস্থ সমুদায় প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়াছে, কেবল আমি একাকী অনবহিত কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে অতি কষ্টে মুক্তি লাভ করিয়াছি।

হে জনমেজয়! কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির দূতমুখে সেই অমঙ্গল বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহারে ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া শোকাকুল বাক্যে বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হায়! আমরা যে শত্রুগণকে পরাজয় করিলাম, আবার তাহাদিগের হস্তেই আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। কার্য্যগতি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। আমরা বিপক্ষগণের গুরু, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বয়স্য ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হইলাম। দৈব প্রভাবে অনর্থ অর্থের ন্যায় এবং অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের এই জয়লাভ পরাজয় তুল্য এবং বিপক্ষদিগের পরাজয় জয়ের তুল্য হইয়াছে। যে জয় দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্তের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, সে জয় কখনই জয় নহে; উহা পরাজয় স্বরূপ। হায়! আমরা যাহাদিগের নিমিত্ত বন্ধু বান্ধব বিনাশ করিয়া পাপাচরণ করিলাম, নির্জ্জিত ব্যক্তিগণ আবার সেই জয়লাভপ্রহৃষ্ট পুত্রগণকেই বিনষ্ট করিল। দেখ, কর্ণি ও নালীক যাহার দংষ্ট্রা, খড়্গ যাহার জিহ্বা, কার্ম্মুক যাহার ব্যাদিত বদন ও জ্যানিস্বন যাহার গর্জ্জন স্বরূপ প্রতীয়মান হইত, সেই সিংহ স্বরূপ সমরোৎসাহী ক্রোধাবিষ্ট কর্ণের হস্ত হইতে যাহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আজি প্রমাদ বশত নিহত হইল। যাহারা বায়ুবেগগামী তুরঙ্গ সংযোজিত রথে সমারূঢ় বিচিত্র শরশরাসন সম্পন্ন সমরদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্যের নিকট মুক্তি লাভ করিয়াছিল, আজি সেই রাজপুত্রগণই প্রমাদ প্রযুক্ত কালকবলে প্রবেশ করিল! অতএব মর্ত্ত্য লোকে প্রমাদই মনুষ্যের নিধনের প্রধান কারণ। অনবহিত ব্যক্তি অচিরাৎ অর্থভ্রষ্ট ও অনর্থগ্রস্ত হয় এবং কদাচ বিদ্যা, তপস্যা, শ্রী ও কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয় না। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অবহিত হইয়াই সমস্ত শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক সুখে ইন্দ্রত্ব

ভোগ করিতেছেন। সমৃদ্ধি সম্পন্ন বণিকেরা যেমন সাবধানে সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে প্রমাদ প্রযুক্ত সামান্য নদীমধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ শিবিরস্থ রাজবংশীয় মহেন্দ্র তুল্য বীরগণ মহারথদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া অনবধান বশত ক্ষুদ্র অরাতিহস্তে নিহত হইল। তাহারা নিদ্রিতাবস্থায় শত্রুহস্তে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হায়! এক্ষণে প্রিয়তমা দ্রৌপদী বৃদ্ধ পিতা এবং ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইবে। হায়! আজি তাহার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল!

রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ বিলাপ করিয়া নকুলকে কহিলেন, মাদ্রীতনয়! তুমি অবিলম্বে মন্দভাগিনী দ্রৌপদীরে তাহার মাতৃকুলের সহিত এই স্থানে উপনীত কর। তখন ধর্ম্মাত্মা নকুল যুধিষ্ঠিরের বচনানুসারে রথারোহণ পূর্ব্বক দেবী পাঞ্চালী ও পাঞ্চলরাজের মহিষীগণকে আনয়নার্থ প্রস্থান করিলেন। মাদ্রীতনয় প্রস্থান করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকার্দ্দিত চিত্তে সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে সেই ভূতগণ সমাকীর্ণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্রগণ ও বন্ধু বান্ধব সমুদায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তাহাদিগের দেহ ছিন্ন ভিন্ন এবং কলেবর হইতে মস্তক পৃথক্কৃত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদের সেই দুরবস্থা দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে করিতে অচেতন ও অনুচরগণের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপে পুত্র পৌত্র ও সুহৃদ্গণকে সমরে নিহত দেখিয়া শোক দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তাঁহাদের রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম স্মরণে তাঁহার শোকসাগর এককালে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য সুহৃদ্গণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্র কম্পিতকলেবর বিচেতনপ্রায় ধর্ম্মরাজকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা নকুল রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর সহিত সূর্য্য সদৃশ সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ় হইয়া তথায় আগমন করিলেন। কমলনয়না পাঞ্চালী শিবির সন্নিধানে পুত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় বিকম্পিত কলেবরে শোকাকুলিত চিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখকমল তিমিরাবৃত সূর্য্যের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর প্রিয়তমারে ধূলিধূসরিত দেখিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকার্ত্তা দ্রৌপদী ভীমসেন কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ সমক্ষে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পুত্রগণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়া কি সুখে রাজ্য সম্ভোগ করিবেন? সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াই কি একবারে মত্তমাতঙ্গগামী সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুরে বিস্মৃত হইলেন? আপনি শিবিরমধ্যে বীরবরাগ্রগণ্য পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি রূপে সুস্থির রহিয়াছেন? পাপপরায়ণ নৃশংস অশ্বত্থামা সুখপ্রসুপ্ত বীরগণকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। যদি আপনি আজি সেই পামরের জীবন সংহার না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে প্রায়োপবেশন করিব। অতএব অবিলম্বে দুরাত্মা দ্রোণতনয়কে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান

করুন। যশস্বিনী কৃষ্ণা এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপে প্রায়োপবেশন করিলেন।

পরম ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয় মহিষী পাঞ্চালীরে প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছ। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছে; অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। আর দ্রোণপুত্রও এ স্থান হইতে অতি দূরবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যে পলায়ন করিয়াছে; অতএব তুমি কি রূপে তাহার সমরমৃত্যু অবগত হইতে সমর্থ হইবে?

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি, দ্রোণপুত্রের মস্তকে একটি সহজ মণি আছে, যদি আপনি ঐ পাপাত্মারে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই মণি আহরণ করেন, তাহা হইলে উহা আপনার মস্তকে রাখিয়া আমি কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারি। চারুদর্শনা যাজ্ঞসেনী ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া ভীমসেনের নিকট আগমন পূর্ব্বক কাতর স্বরে কহিলেন, হে নাথ! ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমারে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব সুররাজ যেমন শম্বরকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি পাপাত্মা অশ্বত্থামারে নিপাতিত কর। ইহলোকে তোমার তুল্য পরাক্রান্ত পুরুষ আর কে আছে? তুমি যে বারণাবত নগরে বিষম বিপন্ন পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিলে; হিড়িম্ব নিশাচরের হস্ত হইতে যে ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর সুররাজ পুরন্দর যেমন নহুষের হস্ত হইতে শচীরে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি বিরাট নগরে দুরাত্মা কীচকের হস্ত হইতে আমারে পরিত্রাণ করিয়াছ। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে যেমন এই সকল মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে দুরাত্মা অশ্বত্থামারে সংহার করিয়া সুস্থশরীর হও।

হে মহারাজ! পুত্রশোকার্ত্তা পাঞ্চালী এই রূপ বিলাপ করিলে মহাবীর বৃকোদর উহা সহ্য করিতে না পারিয়া কার্ম্মুকহস্তে কাঞ্চনভূষিত মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক নকুলকে সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দ্রোণপুত্রের বিনাশ বাসনায় সশর শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বগণ নকুল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইল। এই রূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দ্রোণপুত্রের রথচক্রচিহ্ন দর্শন পূর্ব্বক সেই চিহ্নের অনুসরণ ক্রমে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! সমরদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীমসেন অশ্বত্থামার নিধনার্থ ধাবমান হইলে যদুকুলতিলক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার ভ্রাতা ভীমসেন পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া একাকীই অশ্বত্থামার বিনাশ বাসনায় গমন করিতেছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা ভীমসেন আপনার সমধিক প্রিয়। আপনি আজি তাহারে বিপদসাগরে পতনোন্মুখ দেখিয়া কি রূপে নিশ্চিন্ত রহিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, উহা সমুদায় পৃথিবী দগ্ধ করিতে সমর্থ। আচার্য্য প্রথমে ঐ অস্ত্র প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে প্রদান করাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা কোপাবিষ্ট হইয়া পিতার নিকট ঐ অস্ত্র প্রার্থনা করেন। সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে দুঃশীল ও চঞ্চল বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তন্নিমিত্ত অনতিসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারে সেই অস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ঘোরতর বিপদকালেও কাহারও বিশেষত মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আচার্য্য পুত্রকে এই

রূপে অস্ত্র ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বকে পুনরায় কহিলেন, পুত্র! তুমি কখনই সাধু জনাশ্রিত পথে অবস্থান করিতে পারিবে না। তখন অশ্বত্থামা পিতার সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে এককালে মঙ্গল লাভে হতাশ্বাস হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যৎকালে বনবাসী হইয়াছিলেন, সেই সময় দ্রোণপুত্র দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করেন। বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁহারে প্রতিনিয়ত পূজা করিতেন। এক দিন আমি একাকী অবস্থান করিতেছি, এমন সময়ে দ্রোণকুমার আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বাসুদেব! আমার পিতা অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ব্রহ্মশির নামে যে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার নিকট সেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে। আপনি উহা গ্রহণ করিয়া আমারে আপনার অরাতিঘাতন চক্র প্রদান করুন। অশ্বত্থামা এই রূপে অস্ত্র প্রার্থনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ অনুনয় বিনয় করিলে আমি প্রীত হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও পতগগণ একত্র মিলিত হইলে বলবীর্য্যে আমার শতাংশের একাংশও হইবে না। অতএব তোমার অস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই। আমার এই শরাসন, শক্তি, চক্র ও গদা বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে যাহা তুমি সমরে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা প্রার্থনা কর; আমি অবশ্যই তোমারে প্রদান করির। দ্রোণপুত্র আমার বাক্য শ্রবণে গর্ব্ব পূর্ব্বক এই বজ্রতুল্য লৌহময় সহস্র কোটি সম্পন্ন চক্র প্রার্থনা করিল। আমিও তাঁহারে অচিরাৎ চক্র গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা করিলাম। তখন দ্রোণকুমার সহসা উত্থিত হইয়া বাম হস্তে চক্র ধারণ করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি উহা দক্ষিণ করে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি সম্পূর্ণ আয়াস ও যত্ন সহকারে কোন ক্রমে চক্র সঞ্চালিত করিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে চক্র গ্রহণ প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন আমি তাঁহারে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলাম, আচার্য্যপুত্র! যে মহাবীর সমুদায় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিতুষ্ট করিয়াছে, পৃথিবী মধ্যে যাহার তুল্য প্রিয় পাত্র আমার আর কেহই নাই, আমি যাহারে পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদায়ই প্রদান করিতে পারি, সেই পরম সুহৃৎ শ্বেতাশ্ব কপিধ্বজ অর্জ্জুন কদাপি এই চক্র প্রার্থনা করে নাই। আমি হিমালয়ের পার্শ্বে দ্বাদশ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যাহারে পুত্রত্বে লাভ করিয়াছি, যে বীর আমার তুল্য ব্রতচারিণী রুক্মিণীর গর্ভে সনৎকুমারের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রিয় পুত্র প্রদ্যুম্নও কখন এই দিব্য চক্র প্রার্থনা করে নাই। আর মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব, গদ ও শাম্ব প্রভৃতি দ্বারকানিবাসী বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণও কখন এই চক্র গ্রহণ করিবার বাসনা করেন নাই। তুমি কোন্ সাহসে ইহা প্রার্থনা করিলে? তোমার পিতা ভরতবংশীয়দিগের আচার্য্য, তুমিও সমুদায় যাদবগণের মান্য। অতএব এরূপ গর্হিত প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে এই চক্র লইয়া কাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়াছিলে?

তখন দ্রোণপুত্র কহিলেন, হে প্রভো! আমি আপনারে পূজা করিয়া আপনারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বভূতের অপরাজেয় হইব এই অভিপ্রায়ে এই দেবদানব

পূজিত চক্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি চক্র লাভে কৃতকার্য্য না হইয়াও শিবের সহিত যুদ্ধে গমন করি। তুমি এই যে ভীষণ চক্র ধারণ করিয়াছ, ইহা আর কাহারও ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া রথ, অশ্ব ও বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক যথাসময়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! ঐ মহাবীর নিতান্ত রোষপরায়ণ ও বিশেষত ব্রহ্মশির অস্ত্র অবগত আছেন; অতএব এক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে বৃকোদরকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে জনমেজয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য যদুনন্দন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া সর্ব্বায়ুধ সম্পন্ন সূর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের ধুরকাষ্ঠের দক্ষিণে শৈব্য, বামে সুগ্রীব এবং উহার উভয় পার্শ্বে মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে কাম্বোজ দেশীয় সুবর্ণমালাভূষিত অশ্ব সংযোজিত ছিল। উহাতে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত রত্নখচিত দিব্য ধ্বজযষ্টি মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ ধ্বজদণ্ডে প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত পতগরাজ গরুড় অবস্থান করাতে উহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন সেই গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ ও বাসুদেবের উভয় পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তখন মহামতি বাসুদেব অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলে অশ্বগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। বিহঙ্গকুলের গমন কালে নভোমণ্ডলে যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, অশ্বগণের গমনবেগে অবনিমণ্ডলে সেই রূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। উহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে ভীমের সন্নিহিত হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ বীরত্রয় শত্রুবিনাশে সমুদ্যত ক্রোধোদ্ধত মহাবীর বৃকোদরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদের বাক্যে অনাদর প্রকাশ পূর্ব্বক দ্রৌপদীতনয়নিহন্তা দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামারে লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তথায় অবস্থান করিতেছেন এবং ক্রূরকর্ম্মা অশ্বত্থামা ঘৃতাক্ত, কুশচীরধারী ও ধূলিপটল পরিবৃত হইয়া তাঁহারই সন্নিধানে উপবিষ্ট আছেন। তখন মহাবীর ভীম দ্রোণপুত্রকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে শর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা ভীমবল ভীমসেনকে মহাবেগে আগমন ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে বাসুদেবের রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল অনুমান করিয়া সেই বিপদ কালে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিবার মানসে ঈষিকা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে সেই ঈষিকায় ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক পাণ্ডববংশ বিনষ্ট হউক বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন উহাতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবাহু মধুসূদন অশ্বত্থামার আকার দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, সখে! তোমার নিকট যে দ্রোণোপদিষ্ট দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে ঐ অস্ত্র ত্যাগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি ভ্রাতৃগণ

ও আপনার পরিত্রাণার্থ সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ কর। তখন অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে অশ্বত্থামার ও তৎপরে আপনার ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত স্বস্তিবাচন এবং গুরু ও দেবগণকে নমস্কার পূর্ব্বক এই অস্ত্রপ্রভাবে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিরাকৃত হউক বলিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্রের ও অর্জ্জুনের সেই তেজোমণ্ডলমণ্ডিত অস্ত্রদ্বয় সহসা যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল; সমুদায় জীবজন্তু ভয়ে কম্পিত হইল। আকাশমণ্ডলে ভীষণ শব্দ ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল এবং গিরিকানন পরিপূর্ণা সসাগরা ধরিত্রী কম্পিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর সর্ব্বভূতাত্মা নারদ ও ভরতকুল পিতামহ ব্যাসদেব সেই দিব্যাস্ত্রদ্বয়ের তেজঃপ্রভাবে সমুদায় লোককে তাপিত দেখিয়া অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা ও তাঁহাদের অস্ত্রতেজ নিবারণ করিবার মানসে সেই প্রদীপ্ত দিব্য অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক প্রজ্বলিত পাবকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, পূর্ব্বে অনেক বিবিধাস্ত্রবেত্তা মহারথ ছিলেন; তাঁহারা মনুষ্যের উপর কদাপি এরূপ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে ইহাঁরা দুই জনে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত সাহস প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই হুতাশন সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর তাপসদ্বয়কে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র চিত্তে স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিবার মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি অশ্বত্থামার অস্ত্রবেগ নিবারণ করিবার মানসেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এক্ষণে উহার প্রতিসংহার করিলে নিশ্চয়ই পাপাত্মা অশ্বত্থামা স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে আমাদিগের সকলকে ভস্মাবশেষ করিবে। অতএব যাহাতে আমাদিগের ও লোকের মঙ্গল হয়, আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন। মহাত্মা ধনঞ্জয় এই বলিয়া স্বীয় অস্ত্র প্রতিসংহৃত করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রতিসংহার করা দেবগণেরও অসাধ্য। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার প্রতিসংহারে সমর্থ নহেন। ঐ দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা বিনির্ম্মিত। ব্রহ্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি উহা প্রয়োগ করিলে আর প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মচর্য্য বিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অস্ত্রের প্রতিসংহারের চেষ্টা করিলে উহা তৎক্ষণাৎ তাহারই মস্তক ছেদন করে। মহাবীর ধনঞ্জয় সত্যব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ছিলেন বলিয়াই সেই অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও কখন ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই।

হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রোণতনয় মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ঋষিদ্বয়কে পুরোবর্ত্তী অবলোকন করিয়া কোন ক্রমেই স্বীয় ঘোরতর অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অতিদীন মনে দ্বৈপায়নকে কহিলেন, মুনিসত্তম! আমি ভীমসেনের ভয়ে ভীত ও নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই প্রাণ রক্ষার্থে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। ভীমসেন সমরাঙ্গনে দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ কপট ব্যবহার দ্বারা অতি অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। আমি সেই কারণে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিব বলিয়া এই দুরা-

সদ দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মতেজ নিহিত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রতিসংহারে সমর্থ হইতেছি না। হে ব্রহ্মন্! আমি রাগোন্মত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবে।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! মহাত্মা অর্জ্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র বিদিত থাকিয়াও কদাচ তোমার বিনাশের নিমিত্ত রোষভরে উহা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে কেবল তোমার অস্ত্র নিবারণের নিমিত্তই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন; অচিরাৎ উহার প্রতিসংহারও করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা তোমার পিতার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও কদাচ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। মহাবীর অর্জ্জুন ধৈর্য্যশালী, সাধু ও সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ; তুমি কি নিমিত্ত তাঁহারে তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করিয়াছ। যে রাজ্যে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত হয়, সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জন্য মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষমতাপন্ন হইয়াও প্রজাগণের হিতার্থ তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করিলেন না। হে দ্রোণতনয়! এক্ষণে আপনারে পাণ্ডবগণকে ও তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি অবিলম্বে দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার পূর্ব্বক ক্রোধশূন্য হও। পাণ্ডবগণও নিরাপদ হউক। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কখনই অধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা করেন না। এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণকে স্বীয় মস্তকস্থিত মণি প্রদান কর। উহাঁরা সেই মণি গ্রহণ করিয়া তোমার প্রাণ দান করিবেন।

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, মহর্ষে! পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সকল ধনরত্ন আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষা আমার এই মণি শ্রেষ্ঠ। ইহা ধারণ করিলে অস্ত্রভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধা এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং দেব, দানব, পন্নগ, রাক্ষস ও তস্কর হইতে শঙ্কার লেশমাত্র থাকে না। অতএব এই মণি কোন রূপেই পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাও আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই মণি বিদ্যমান আছে, আমিও উপস্থিত রহিয়াছি। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন; কিন্তু এই অমোঘ ঈষীকাস্ত্র পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভস্থ সন্তান সন্ততির উপর নিপতিত হইবে। আমি কোন ক্রমেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, হে দ্রোণপুত্র! এক্ষণে পাণ্ডবতনয়দিগের কামিনীগণের গর্ভে অস্ত্র নিক্ষেপ করাই তোমার কর্ত্তব্য। আর অন্য ইচ্ছা করিও না। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে দ্রোণতনয় পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভ উদ্দেশ করিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর মহামতি বাসুদেব পাপাত্মা অশ্বত্থামা পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ভে ঈষীকাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন অবগত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহারে কহিলেন, দ্রোণতনয়! পূর্ব্বে এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বিরাট নগরে বিরাটদুহিতা অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরারে কহিয়াছিলেন যে, রাজকুমারি! কৌরব বংশ উৎসন্ন প্রায় হইলে তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। কৌরব বংশের পরিক্ষীণাবস্থায় ঐ পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া উহার নাম পরিক্ষিৎ হইবে। হে আচার্য্যতনয়! সেই সাধু ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের পরি-

ক্ষিৎ নামে এক বংশধর পুত্র উৎপন্ন হইবে।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক যাহা কহিলে, তাহা কদাচ সফল হইবে না। আমি যাহা কহিয়াছি, তাহাই ঘটিবে। দেখ, তুমি বিরাটদুহিতার গর্ভ রক্ষা করিবার বাসনা করিতেছ; কিন্তু আমার এই অস্ত্র অচিরাৎ তাহাতে নিপতিত হইবে। বাসুদেব কহিলেন, দ্রোণতনয়! তোমার দিব্যাস্ত্র কদাচ ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু সেই গর্ভস্থ বালক মৃত ও পুনরায় জীবিত হইয়া সুদীর্ঘকাল বসুন্ধরা অধিকার করিবে। হে দ্রোণাত্মজ! মনীষিগণ তোমারে পাপপরায়ণ কাপুরুষ বলিয়া অবগত আছেন। তুমি বালক ঘাতী, অতএব তোমারে এক্ষণে অবশ্যই এই পাপ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি অসহায় হইয়া মৌন ভাবে তিন সহস্র বৎসর নির্জ্জন প্রদেশে পর্য্যটন করিবে; কদাচ লোকালয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না। তোমারে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ও ও পূয়শোণিতগন্ধ সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর দুর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। আর পাণ্ডবকুলতিলক পরিক্ষিৎ ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে ষষ্টি বৎসর পৃথিবী পালন করিবে। হে নির্ব্বোধ! তোমার সমক্ষেই পরিক্ষিৎ কুরুকুলে রাজপদবী প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি তাহারে অস্ত্রানলে দগ্ধ করিলেও আমি পুনরায় তাহার জীবন প্রদান করিব। আজি তুমি আমার তপস্যা ও সত্যের পরাক্রম অবলোকন কর।

তখন ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! তুমি যখন আমাদিগকে অনাদর করিয়া এই নিদারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে এবং যখন তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তখন বাসুদেব যাহা কহিলেন, তাহা তোমারে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! আমি এই জীর্ণলোকে আপনারই সহিত বাস করিব, তাহা হইলেই আপনার ও বাসুদেবের বাক্য সত্য হইবে। অশ্বত্থামা এই বলিয়া পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদান পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে সর্ব্বসমক্ষে বনে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবেরাও সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক বাসুদেব, ব্যাস ও নারদকে সম্মান করিয়া সত্বরে কৃষ্ণের সহিত বায়ুবেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্টা কৃষ্ণার নিকট ধাবমান হইলেন।

তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে শিবিরে গমন পূর্ব্বক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দ্রৌপদী শোকাকুলিত চিত্তে নিরানন্দে অবস্থান করিতেছেন। তখন পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত নিতান্ত দুঃখিত মনে দ্রৌপদী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দ্রৌপদীরে অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন; প্রিয়ে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার পুত্রহন্তারে পরাজয় করিয়া এই তাহা আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে তুমি উত্থিত হইয়া ইহা গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মরাজ সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিলে বাসুদেব যখন দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন করেন, তৎকালে তুমি তাঁহারে কহিয়াছিলে, মধুসূদন! ধর্ম্মরাজ শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব বোধ হয়,

আমার পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কেহই নাই এবং তুমিও বিনষ্ট হইয়াছ। হে দ্রৌপদি! তুমি তৎকালে যে সকল ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুরূপ অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; এক্ষণে তৎসমুদায় স্মরণ কর। আমি আমাদিগের রাজ্যলাভের কণ্টক স্বরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বিনাশ সাধন এবং জীবিতাবস্থায় দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে আর কেহ কোন অংশেই নিন্দা করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অশ্বত্থামারে পরাজয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও গুরু বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহার সমগ্র যশ অপহৃত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল কলেবরমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং সে মণিবিযোজিত ও আয়ুধভ্রষ্ট হইয়া দীনহীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছে।

হে মহারাজ! মনস্বিনী দ্রৌপদী বৃকোদরের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নাথ! আমার মনোরথ সফল হইল। দেখ, গুরুপুত্রও আমার গুরু; অতএব তিনি যে মণি ধারণ করিতেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ উহা স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর অনুরোধে সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। মণি ধর্ম্মরাজের মস্তকে সন্নিহিত হইলে চন্দ্রমণ্ডল মণ্ডিত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল। তদ্দর্শনে পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরত্রয়ের হস্তে স্বীয় সমস্ত সৈন্য ও পুত্রগণের নিধন নিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, মধুসূদন! পাপাত্মা নরাধম অশ্বত্থামা কি রূপে আমার মহারথ পুত্রগণকে নিপাতিত করিল এবং কৃতাস্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদতনয়গণ লক্ষ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহারা কি নিমিত্ত দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্যও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই; এক্ষণে সেই বীর কি কারণে অশ্বত্থামার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল। ফলত অশ্বত্থামা এমন কি উপায় অবলম্বন করিয়া একাকী আমার পক্ষীয় সমুদায় বীরের প্রাণ সংহার করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণকুমার নিশ্চয়ই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহারই প্রসাদে একাকী সমুদায় বীরকে নিপাতিত করিয়াছে। ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইলে বলবীর্য্যের কথা দূরে থাকুক, অমরত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার প্রভাবে লোকে ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে সমর্থ হয়। আমি দেবদেব মহাদেবকে ও তাঁহার পুরাতন কার্য্য সমুদায় বিশেষরূপে বিদিত আছি। তিনিই সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। তাঁহার প্রভাবে এই জগতের সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোক উৎপন্ন করিবার মানসে ভগবান্ রুদ্রকে কহিলেন, তুমি অচিরাৎ ভূতগণের সৃষ্টি কর। ভগবান্ দেবদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে প্রজার সৃষ্টি করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সলিলে প্রবেশ পূর্ব্বক দীর্ঘ কাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিধাতা তাঁহার নিমিত্ত বহু কাল প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে ভূতসৃষ্টির নিমিত্ত আর এক জন অমরের সৃষ্টি করিলেন। তিনি ভগবান্ রুদ্রকে জলমগ্ন

দেখিয়া পিতারে কহিলেন, ভগবন্! যদি অন্য কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে পারি। তখন কমলযোনি কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার অগ্রজ কেহই নাই। মহাদেব জল-মগ্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে আত্মকার্য্য নির্ব্বাহ কর। তখন অমর ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সমুদায় ভূত ও দক্ষাদি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। ঐ সমুদায় প্রজাপতি হইতেই এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর প্রজাগণ নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তারে ভক্ষণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট সহসা ধাবমান হইল। তখন তিনি ভীত চিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! প্রজাগণের আহার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমারে পরিত্রাণ করুন। ব্রহ্মা তাঁহার বাক্য শ্রবণে প্রজাগণের আহারার্থ ঔষধি প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ সমুদায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই নিয়মানুসারে দুর্ব্বল প্রাণিগণ বলবান্দিগের আহারার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তখন প্রজাগণ আপনাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করিল এবং সকলেই স্ব স্ব জাতিতে অনুরক্ত হইয়া জীবসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! প্রজাগণ এই রূপে পরিবর্দ্ধিত ও লোকগুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইলে ভগবান্ মহাদেব সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত তেজঃপরিবর্দ্ধিত অসংখ্য প্রজা দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বিবিধ বাক্যে তাঁহারে সান্ত্বনা করত কহিলেন, মহাদেব! তুমি এত দীর্ঘ কাল সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়া কি কার্য্য করিলে; আর কি নিমিত্তই বা এক্ষণে আপনার লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিয়াছ? তখন মহাদেব কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে কহিলেন, বিধাত! আমার অগোচরে আর এক জন এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব আমার এই লিঙ্গে আর প্রয়োজন কি? আমি জলমধ্যে তপস্যা করিয়া প্রজাগণের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিয়াছি। প্রজাদিগের ন্যায় ঔষধি সমুদায়ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। ভগবান্ রুদ্র এই বলিয়া ক্রোধভরে তপঃসাধনার্থ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর দেবযুগ অতীত হইলে দেবগণ বেদবিধানানুসারে যজ্ঞ করিবার মানসে হবিঃ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী সমুদায় আহরণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞভাগ কল্পনা সময়ে ভগবান্ ভূতভাবনকে বিশেষরূপ বিদিত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই, কেবল আপনাদিগেরই ভাগ কল্পিত করিয়াছিলেন। তখন কৃত্তিবাসা ভূতপতি স্বীয় ভাগ কল্পনা না হওয়াতে প্রথমেই যজ্ঞনাশক শরাসনের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! লোক-যজ্ঞ, ক্রিয়াযজ্ঞ, গৃহযজ্ঞ ও পঞ্চভূতযজ্ঞ এই চারি যজ্ঞ দ্বারা সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা মহেশ্বর ঐ সমুদায় যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ দ্বারা পাঁচ কিষ্কু পরিমাণ এক শরাসন নির্ম্মাণ করিলেন। বষট্কার ঐ শরাসনের জ্যা হইল এবং চারি যজ্ঞাঙ্গ উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিল। তখন ভগবান্ মহাদেব ক্রোধভরে সেই কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারিবেশে দেবগণের যজ্ঞ-স্থলে আগমন করিলেন। তাঁহারে ধনুষ্পাণি অবলোকন করিয়া বসুন্ধরা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পর্ব্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল; সমীরণ স্থির হইলেন; হুতাশনও আর পূর্ব্ববৎ প্রজ্বলিত হইলেন

না ; অন্তরীক্ষমধ্যে নক্ষত্রমণ্ডল ভীত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ; দিবাকরের আর সেরূপ জ্যোতি রহিল না ; চন্দ্রমণ্ডল একবারে শোভা বিহীন হইল এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন দেবগণ নিতান্ত ভয়াভিভূত হইয়া বিষয়জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং তাঁহাদের যজ্ঞেরও শোভা তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর মহাদেব অতি ভীষণ শর দ্বারা সেই যজ্ঞকে বিদ্ধ করিলেন। যজ্ঞ বাণবিদ্ধ হইয় মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক পাবকের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিল। মহেশ্বরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

এই রূপে যজ্ঞ তথা হইতে প্রস্থান করিলে দেবতাদিগের আর কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। তখন ভগবান্ বিরূপাক্ষ চাপকোটি দ্বারা সূর্য্যের ভুজযুগল, ভগের নয়নদ্বয় এবং পূষার দন্তপংক্তি বিনষ্ট করিলেন। তখন দেবগণ ও যজ্ঞাঙ্গ সমুদায় ভীত চিত্তে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ঘূর্ণায়মান হইয়া তথায় মৃতবৎ নিপতিত রহিলেন। মহাত্মা মহাদেব এই রূপে সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া হাস্য বদনে শরাসন দ্বারা দেবগণের গতি রোধ করিলেন। ঐ সময় দেবগণের বাক্যে সহসা সেই শরাসনের জ্যা ছিন্ন হইয়া গেল। তখন দেবগণ দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে শরাসনবিহীন দেখিয়া যজ্ঞের সহিত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া শরণাগত হইলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া জলাশয়ে স্বীয় ক্রোধ সংস্থাপন করিলেন। সেই ক্রোধ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সলিল শোষণ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাদেব সূর্য্যকে ভুজযুগলদ্বয় ও পূষারে তাঁহার দন্তপংক্তি প্রদান করিয়া যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদায় জগৎ সুস্থ হইল। দেবগণ সমস্ত হবণীয় দ্রব্যে মহেশ্বরের ভাগ কল্পনা করিলেন।

হে ধর্ম্মনন্দন! এই রূপে দেবাদিদেব মহাদেব ক্রুদ্ধ হওয়াতে সকলেই অসুস্থ হইয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হওয়াতে সমুদায় সুস্থ হইল। এক্ষণে সেই মহাবীর্য্যশালী ভগবান্ ভূতনাথ অশ্বত্থামার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই সে আপনার মহারথ পুত্রগণ এবং অনুচর সমবেত মহাবলশালী পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়াছে। অশ্বত্থামার প্রভাবে কখনই এরূপ ঘটে নাই, কেবল মহাদেবপ্রসাদেই এই রূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে কার্য্যান্তর সাধনের চেষ্টা করুন।

ঐষীক পর্ব্ব সমাপ্ত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।